JAN. ... 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট ঃ আওয়ামী সরকারের ম্যাজিক রিয়ালিজম

প্রসঙ্গ কথা

লেবুতে ভিটামিন-সি আছে। যা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন-সি-এর অভাবজনিত কারণে আমাদের কি কি রোগ হয় আজকে সে বিষয়ে গল্প করতে বসিনি। তবে প্রবাদ এবং সত্যবাক্য এই যে, লেবু বেশী কচকালে তিতে হয়। তখন খাদ্যে অনপযুক্ত। বাংলাদেশে আজকে চাপাবাজি আর দলবাজির নির্লজ্জ ঘটনাপঞ্জিতে উর্ধাকাশে বিচরণকারী চিল যাদের দৃষ্টি নীচু এবং লোভী তারাও এ বঙ্গীয় মুলুকের আসমানী সীমানা পরিত্যাগ করেছে। নইলে সেই চিল আর দেখি না কেন?

একটি জাতির মূল মেরুদণ্ড তার শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মস্পৃহা, কর্মতৎপরতা এবং প্রগতিশীল উন্নত মম শীর তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রাথমিক বচন ও বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি দেখে। বাংলাদেশ, ১৯৭১-২০০১। সময় খুব একটা খাটো কিংবা মাত্র কিছুদিন, এমনটি বলা বোধহয় আর সম্ভব নয়। মালয়েশিয়ার উন্নতি আমাদের শিক্ষণীয় হতে পারত, কিন্তু হয়নি। আমরা দলীয় লেজুড়বৃত্তি, সংকীর্ণতা কাটিয়ে বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারিনি আজও। আর তার ফলস্বরূপ ঃ আমাদের নৈতিকতায় চরম অপরাধগুলো আমরা ঢালছি বাংলাদেশের প্রাথমিক গাছগুলোর গোড়ায়। দেশ, জাতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি জানতে যে সকল কোমলমতি

নূরুল আমিন দুদু

শিশুগাছ প্রাথমিক প্রস্তুতিস্বরূপ জ্ঞানের মশাল জ্বালানোর অদম্য বাসনায় জ্ঞানপীঠে হাজির, সেখানে দেখা যাচ্ছে জ্ঞানাগার আছে, জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার অর্থাৎ পাঠ্যবই লাপাত্তা। এখন প্রশ্ন হল, কোন বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য, কাদের মনোবাসনা চরিতার্থ করার জন্য এ দেশের শিক্ষা অঙ্কুরের প্রাথমিক রবিশস্যকে এমনভাবে বিলীন করার প্রচেষ্টায় ময়দানে ওরা কারা?

বাংলাদেশে বিত্তবানদের সংখ্যা কত? উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত – এই তিন শ্রেণীর মাঝে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অক্ষরজ্ঞানের জন্য উপস্থিত হয় কারা? একজন রিকশা শ্রমিক, দিনমজুর কিংবা গার্মেন্টিস শ্রমিকের দিনমান আয় গড়পড়তায় যা হয় তা দিয়ে দেশের প্রচলিত কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলোতে এই শ্রেণীর পক্ষে ঔরসজাত প্রজন্মকে পাঠানো আর মোগল বাদশা হওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখা একই কথা। আয়ের দিকে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানত একটি বিশেষ লক্ষ্য চিন্তা করে এই ধরনের অভিভাবক তাদের সন্তানদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পাঠান। কিন্তু এ দেশের রাজনীতির নোংরামোপনা ও ব্যক্তিবিলাস এমন এক ধ্বংসময়তায় আজ পর্যবসিত, যা জাতির আগামী বৃক্ষগুলোকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছে।

এ দেশে রাজনীতির হাওয়া কখন কোনদিকে মোড় নেয় কেউ বলতে পারে না। যেমন ঃ এ বছর নির্বাচনের বছর। অর্থাৎ সরকার, পট পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবর্তনের বছর। গোটা সময়টা কাটবে সাধারণ জনগণের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। অবশ্য সরকার পরিবর্তনে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হবে কি-হবে না সেই বাকবিতণ্ডায় না গিয়ে, আমরা আমাদের আগামী জীবনগুলোর দিকে ফিরে যাই। এ বছর যেহেতু নির্বাচনী বছর, সেহেতু শিক্ষার্থীদের ষান্মাসিক থেকে বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত একটা দোদুল্যমান অবস্থা অবশ্যই বিরাজ করবে– এ কথা ভাবা যায়। পড়াশোনা যেটুকু হোক তা মার্চ, এপ্রিল পর্যন্ত হয়তো চলবে। অথচ অবিশ্বাস্য সত্য, এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি সম্পূর্ণ সরবরাহ করা হয়নি। কারণ, অনুসন্ধানে আর এক চমক ও থলের বিড়াল– মিয়াও ... ডাক দিয়ে জানিয়েছে, আমি এখানেও পৌঁছে গেছি। অর্থাৎ সেই সনাতন সমস্যা আমাদের জাতির। রাজনীতির তৈলমর্দন ও অবৈধ সুযোগে এক নজিরবিহীন কাণ্ড এবার ঘটেছে।

সমগ্র বাংলাদেশে সাতশ' পঞ্চাশটি প্রেস ও প্রায় তিন হাজার বাঁধাই কারখানা এ সকল পুস্তক ছাপা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত এবং সকল প্রেস মালিক আন্তরিকতার সাথে এই মহৎ কর্মটি সময় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ডের হাতে অর্পিত দায়িত্ব সমর্পণ করেন যথাসময়ে। কারণ এই প্রেস মালিকরা মুনাফা প্রাপ্তির আশায় শুধু নয়, সমগ্র জাতির স্বার্থে সারাদেশে এই মুদ্রণশিল্পে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা যেখানে আনুমানিক পনের লাখ এদের অধিকাংশ সন্তান-সন্ততি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই জীবনের প্রথম অক্ষরের হাতে খড়ি নেয়। সুতরাং দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালনের জন্য সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখেন। অথচ এবার আওয়ামী তাঁবেদারি, তৈল মর্দনকারী, মুনাফালোভী এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বিশেষভাবে রাতারাতি বোর্ডের রীতিবহির্ভূত দরে সমস্ত কাজগুলো কুক্ষীগত করে নিজের নামে কার্যাদেশ নিয়ে, দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরেই হেনেছে দানবীয় আঘাত।

ফলশ্রুতিতে আবারও পুস্তক সঙ্কটের কৃত্রিম আবহ সৃষ্টি করে দানবীয় উল্লাসে মত্ত সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। দেশের শত শত কোটি টাকা ঋণখেলাপী এই দানবের জু-জু'র ভয়ে সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বর্তমান সরকারের সঙ্গে এই ঋণখেলাপী রূপী দানবটির দহরম-মহরমে সকল বিষয়েই তাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। একদিকে ঋণখেলাপী কোটি কোটি টাকা আয় করছে, অন্যদিকে কোমলমতি শিশুরা পাঠ অর্জন থেকে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

একটি জাতির উত্থানের কতগুলো দিক আছে। তার প্রধানতম দিক শিক্ষা। যদি সেই শিক্ষা অঙ্কুরেই বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আর কেইবা জানে এসব কোমলমতি বৃক্ষদের মাঝেই লুকিয়ে আছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, শেখ মুজিব, ওসমানী, জিয়াউর রহমান কিংবা পূর্বোক্ত নেপোলিয়ন। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল এ প্রসঙ্গে কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। একেবারে লা-জওয়াব। অদ্ভুত এক রহস্যময়তা আমাদের কুয়াশার মত আড়াল করে দিয়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারদের বাঁচাতে দলবাজি, চাঁপাবাজি, পেছন দরজা, বেয়াই–এসব আগুশব্দ পরিহার করে সঠিক মানদণ্ডে জনগণের সেবা করতে হবে। আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। সেই যে পাখীর ঝাঁক– অবাবিল। সা'মুদ জাতি। লেবু বেশী কচকালে তিতা হয়ে যায়। শিক্ষা নিয়ে জাদুর সম্মোহনী বিদ্যায় জনগণকে তাক লাগিয়ে বেশীক্ষণ আটকিয়ে রাখা যাবে না। ঘোর কেটে গেলে, লেবু তিতা হয়ে যায়। ম্যাজিক রিয়ালিজমের আওতায় কাব্য জমে, জাদুশিল্পীদের জাদু ভাললাগে কিন্তু শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু পাঠ্যবইকে নিয়ে জাদুবিদ্যা। নাহ্। ভাল লাগে না।

লেখক ঃ চেয়ারম্যান, স্টাডি সার্কেল